গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১১
নং-শিম/শা:১১/৫-১/২০০৭ (অংশ)/১৮৩৫ তারিখ: ১/১১/২০০৭ ইং

পরিপত্র

বিষয়: বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করণ প্রসঙ্গে।
সূত্র: ১। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শি: ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬ (অংশ-১/৩১২(১৭০), ০৫, ০৩/২০০৫।
২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা: ১১/বিবিধ-৩৯/৯৬ (অংশ-১)/১৫৫২, তারিখ: ৩/১০/২০০৬।
৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা: ১১/৫-৫/২০০৩/২৬৪, তারিখ: ৪/০৩/২০০৭।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী) ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করণের জন্য এতদবিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত সূত্রে উল্লেখিত স্মারকের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা জারী করা হলো:

১। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হলে ভবিষ্যতে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভূক্ত করা যাবে না। এমপিওভূক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০% শিক্ষক না থাকলে পদত্যাগ, অবসর গ্রহণ, বরখাস্ত বা মৃত্যুজণিত কারণে কোন পদ শুণ্য হলে কোটা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শুণ্য পদে কোন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না। মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে নির্ধারিত কোটা পূরণ করতে হবে।

২। তবে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সুপার, সহকারী সুপার পদের ক্ষেত্রে ৩০% মহিলা কোটার সংরক্ষণের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে না। গণিত, ইংরেজী, ফিজিক্যাল ইন্সস্ট্রাক্টর, আরবী, কোরআর ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০% মহিলা কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত শিথিল বহাল থাকবে।

৩। মহিলা কোটা (৩০%) পূরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষক নিয়োগের জন্যই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং "পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই" বাক্যটি অবশ্যই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই একটি স্থানীয় এবং বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ (পনের) দিনের সময় দিয়ে দরখাস্ত গ্রহণ করতে হবে। মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দানের লক্ষ্যে ন্যূনতম ০১ (এক) মাস অন্তর অন্তর পর পর দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও মহিলা প্রার্থী পাওয়া না গেলে তৃতীয় বার পুরুষ/মহিলা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে একটি স্থানীয় ও একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পুরুষ/ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি বিধান ও জনবল কাঠামো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪। মহিলা কোটা শিথিল করে নিয়োগকৃত শিক্ষকের এমপিওভূক্তি প্রস্তাব নিয়োগ সমাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষক অফিস/মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্য্রমিক অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মূল কপি সহ।কোন শিক্ষকের এমপিওভূক্তির প্রস্তাবনা প্রাপ্তির পর জেলা শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই শেষে এমপিওভূক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি সন্নিবেশ করে প্রস্তাবনা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ (পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে বিনা ব্যর্থতায় মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করনে। মাউশি অধিদপ্তর প্রস্তাবনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ০১(এক) মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই একইভাবে এমপিওভূক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি সন্নিবেশন করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। মন্ত্রণালয় প্রস্তাবনা প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ০১ (এক) মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে মাউশি অধিদপ্তরকে অবহিত করবে।

৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আদেশ জারী করা হল এবং অফিস কার্যকর হবে। এ পরিপত্রে বর্ণিত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এবং অবৈধভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষকের এমপিওভূক্তির জন্য সুপারিশ করা হলে কিংবা অহেতুক বিলম্ব করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে হবে।

(বাবুল কুমার সাহা)
উপসচিব